কানাডা থেকে কূটনৈতিক যোগাযোগের জবাব ভারতের

১৪ অক্টোবর ২০২৪

আমরা গতকাল কানাডা থেকে একটি কূটনৈতিক বার্তা পেয়েছি যেখানে বলা হয়েছে যে ভারতীয় হাইকমিশনার এবং অন্যান্য কূটনীতিকরা সে দেশের তদন্ত সম্পর্কিত বিষয়ে 'আগ্রহের ব্যক্তি'। ভারত সরকার এই অযৌক্তিক অভিযোগগুলি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং ভোট ব্যাংকের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ট্রুডো সরকারের রাজনৈতিক এজেন্ডায় তাদের দায়ী করে।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো কিছু অভিযোগ করার পর থেকে কানাডা সরকার আমাদের পক্ষ থেকে অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত সরকারের সাথে প্রমাণের ছিটেফোঁটাও ভাগ করে নেয়নি। এই সর্বশেষ পদক্ষেপটি মিথস্ক্রিয়াগুলি অনুসরণ করে যা আবার কোনও তথ্য ছাড়াই দাবি প্রত্যক্ষ করেছে। ফলে তদন্তের অজুহাতে যে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ভারতকে কালিমালিপ্ত করার সুকৌশল নেওয়া হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর বৈরিতার প্রমাণ দীর্ঘদিনের। ২০১৮ সালে ভোট ব্যাঙ্কের আনুকূল্য আদায়ের লক্ষ্যে তাঁর ভারত সফর তাঁর অস্বস্তি ফিরে পেয়েছিল। তাঁর মন্ত্রিসভায় এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা ভারত সম্পর্কে চরমপন্থী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী এজেন্ডার সাথে খোলাখুলিভাবে যুক্ত ছিলেন। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাঁর নগ্ন হস্তক্ষেপ প্রমাণ করে যে তিনি এ ক্ষেত্রে কতদূর যেতে ইচ্ছুক। তাঁর সরকার যে এমন একটি রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভরশীল, যার নেতা প্রকাশ্যে ভারতের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী মতাদর্শ প্রচার করেন, তা কেবল বিষয়টিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কানাডার রাজনীতিতে বিদেশী হস্তক্ষেপের প্রতি অন্ধ দৃষ্টি রাখার জন্য সমালোচনার মুখে, তার সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি হ্রাস করার প্রয়াসে ভারতকে নিয়ে এসেছে। ভারতীয় কূটনীতিকদের লক্ষ্য করে এই সর্বশেষ উন্নয়ন এখন সেই দিকের পরবর্তী পদক্ষেপ। এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে, প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো বিদেশি হস্তক্ষেপ বিষয়ক কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেবেন। এটি ভারতবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী এজেন্ডাও পরিবেশন করে যা ট্রুডো সরকার সংকীর্ণ রাজনৈতিক লাভের জন্য ক্রমাগত প্ররোচিত করেছে।

সেই লক্ষ্যে ট্রুডো সরকার সচেতনভাবে সহিংস চরমপন্থী ও সন্ত্রাসীদের কানাডায় ভারতীয় কূটনীতিক ও কমিউনিটি নেতাদের হয়রানি, হুমকি ও ভয় দেখানোর সুযোগ করে দিয়েছে। এর মধ্যে তাদের এবং ভারতীয় নেতাদের হত্যার হুমকিও রয়েছে। বাক স্বাধীনতার নামে এসব কর্মকাণ্ডকে জাস্টিফাই করা হয়েছে। অবৈধভাবে কানাডায় প্রবেশ করা কিছু ব্যক্তিকে নাগরিকত্বের জন্য দ্রুত ট্র্যাক করা হয়েছে। কানাডায় বসবাসরত সন্ত্রাসবাদী এবং সংগঠিত অপরাধ নেতাদের বিষয়ে ভারত সরকারের একাধিক প্রত্যর্পণের অনুরোধ উপেক্ষা করা হয়েছে।

হাই কমিশনার সঞ্জয় কুমার ভার্মা ৩৬ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের সাথে ভারতের প্রবীণতম কূটনীতিক। তিনি জাপান ও সুদানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ইতালি, তুরস্ক, ভিয়েতনাম ও চীনে দায়িত্ব পালন করেছেন। কানাডা সরকার তার উপর যে আরোপ করেছে তা হাস্যকর এবং অবজ্ঞার সাথে আচরণ করা উচিত।

ভারত সরকার ভারতে কানাডিয়ান হাই কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন হয়েছে যা বর্তমান শাসনের রাজনৈতিক এজেন্ডা পরিবেশন করে। এটি কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পারস্পরিকতার নীতি বাস্তবায়নের দিকে পরিচালিত করে। ভারতীয় কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সাজানোর জন্য কানাডা সরকারের এই সর্বশেষ প্রচেষ্টার জবাবে ভারত এখন আরও পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।

নয়াদিল্লি
১৪ অক্টোবর ২০২৪